জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

১ এপ্রিল- ৩০ জুন, ২০২০ | ৪৪তম সংখ্যা

'Post COVID19: New World Order, Environment and Development'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

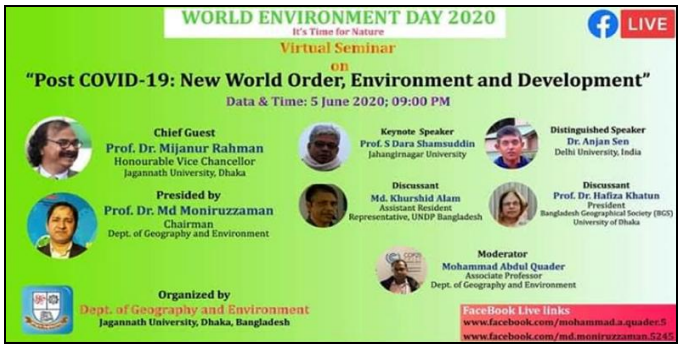

'Post COVID19: New World Order, Environment and Development'' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার

'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ 'Post COVID19: New World Order, Environment and Development' 'শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার ৫ জুন অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২০' এর বিশ্বব্যাপী স্লোগান ছিল 'It's Time for Nature' অর্থাৎ 'প্রকৃতিকে বাঁচানোর এখন সময়' (বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর)। উক্ত স্লোগানের সাথে করোনা মহামারী বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করে এবারের সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.মীজানুর রহমান।

সেমিনারে 'Time for Nature with viruses' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এসদারা শামসুদ্দীন।

সেমিনারে Distinguished Speaker হিসেবে 'Post COVID-19 New World Order' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইকোনোমিক্স-এর ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. অঞ্জনসেন।

উক্ত সেমিনারে আলোচক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ইউএনডিপি এর এ্যাসিস্টেন্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. খোরশেদ আলম এবং বাংলাদেশ ভূগোল সোসাইটির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল কাদের।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক দারাশামসুদ্দীন বলেন, "আমার মানুষ প্রকৃতির ছোট একটা পার্ট যারা ইকোলজিক্যাল পিরামিডের উপর বসে আছি। এই ধরত্রীর জীব বৈচিত্র আমাদের মাধ্যমেই সবচেয়ে ক্ষতি সাধন হচ্ছে। সমীক্ষায় বলছে ৬০ শতাংশ রোগবালাই প্রানীর মাধ্যমে মানব দেহে এসেছে। এখন যে মহামারী তাও প্রাণীকূল হতেই মানুষে সংক্রমিত হয়েছে। প্রকৃতির উপর আমাদের নির্ভরতা বা অত্যাচার না কমালে মহামারীসহ এরূপ সমস্যা আরও আসবে। অবশ্য এ জন্য আমাদের দায়বদ্ধতার কোন বিচার হয় না। যারা যেখানে দায়ী তাদেরই প্রকৃতি রক্ষায় ক্ষতি ঠিক করেতে হবে। নাহলে প্রকৃত প্রতিশোধ নিবেই। তবে এখন এই লকডাউনে কিছুটা পুষিয়ে নিচ্ছে। যদিও নেচারকে সময় দিলে সে নিজেই ঠিক করে নেয়।"

তিনি বলেন, "পোাস্ট কোভিট ১৯ অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পরিবেশ বান্ধব প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদের শিখাতে হবে যে, পরিবেশকে তার মতো করে থাকতে দিতে হবে। আরও বলতে হবে প্রকৃতির প্রত্যেকটা জীবের এই পৃথিবীতে বাস করার অধিকার আছে। আর যেখানে তাদের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়া হবে অতিসর্তকভাবে। যেমন এনিম্যালফার্মিং। অনেক দেশে এটার উন্নয়নে খুব দুর্বলভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।"

প্রবন্ধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে ড. হাফিজা খাতুন প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থতার জন্য অর্থনৈতিক সুস্থিত ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক পরিবেশের প্রশান্তির প্রয়োজনীয়তা তা তুলে ধরেন।

ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইকোনোমিক্স-এর ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. অঞ্জন সেন তার প্রবন্ধে করোনা পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক সমীক্ষা উপস্থাপন করেন।

তিনি গত প্রায় এক শতকের বিশ্ব ব্যবস্থাপনার ট্রেন্ড (প্রচলন) ব্যাখ্যা করেন এবং এর আলোকে বলেন করোনা পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ওয়ার অব ব্যালেন্স শিফট হবে। তা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হবে। পাশাপাশি দ্বন্ধ-সংঘাতও বাড়বে। তিনি World Economic Center of Gravity (ECoG) এর আলোক আগামী বিশ্বের পাওয়ার শিফট প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন।

প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. খোরশীদ আলম। তিনি কোভিট ১৯

পরবর্তী বিশ্বের উন্নয়নে প্রয়োজনে বিদ্যমান কর্মকৌশল পরিমার্জন প্রয়োজন বলে মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, "এখনই বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন হবে না। সময় বলে দিবে কোন দিকে আকর্ষণ স্থানান্তরিত হয়।"

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, "কোভিট-১৯ পরবর্তী পৃথিবীতে মানব জাতিকে আরও সহনশীলভাবে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। আমাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামজিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যস্থপানার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। বদলে যাওয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে।"

তিনি আরো বলেন, "আমাদের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখবে অভ্যন্তরীণ বাজারে সক্রিয় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত প্রায় ৬ কোটি মানুষ, যা অনেক দেশের মোট লোক সংখ্যার চেয়ে বেশি।"

সমাপনী বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পারিক নির্ভরশীলতার উপর জোর দেন।

তিনি বলেন, "পরিবেশের ক্ষতি করে মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারবে না। কোভিড ১৯ পরবর্তী দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাহস ও শক্তিই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। বিগত বিভিন্ন দুর্যোগে আমাদের সে অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

বিশেষ সংবাদ

দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সট্রুমেন্টাল এক্সেস অ্যাওয়্যার্ড' অর্জন

এশিয়ার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এবং বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে "ইন্সট্রুমেন্টাল এক্সেস অ্যাওয়্যার্ড-২০২০" অর্জন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছে।

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য স্বল্প খরচে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এই অ্যাওয়্যার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশের বিজ্ঞানীদের টেকসই নির্ভর নতুন কিছু আবিষ্কার ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য আমেরিকার সিডিং ল্যাব নামক বেসরকারি একটি সংগঠন এই অ্যাওয়্যার্ড দিয়ে থাকে।

'ইন্সট্রুমেন্টাল এক্সেস অ্যাওয়্যার্ড' অর্জনকারী দেশের চিত্র

জানা যায়, এই এওয়ার্ডের মাধ্যমে গবেষণার যন্ত্রপাতি বিশ্বের ১০টি দেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি বিভাগে সরবরাহ করবে। এছাড়া এই প্রোগ্রামের জন্য যারা মনোনীত হয়, বিশ্বব্যাপী সেডিং ল্যাবের অনান্য বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে এবং তাদের সাথে গবেষণার সুযোগ দিয়ে থাকে এই সংগঠনটি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের ল্যাব

উল্লেখ্য, এই অ্যাওয়্যার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে গবেষণার জন্য বিশ্বের প্রায় ৯,৭০০ শিক্ষার্থী এবং ৪৭৫ জন শিক্ষক উন্নতমানের গবেষণায় সহোযোগিতা পাবে।

নিয়োগ/যোগদান

ডিন (আইন অনুষদ)

আইন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের মধ্যে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ও আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. সরকার আলী আক্কাস-কে ৯ মে হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিন (বিজ্ঞান অনুষদ)

বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের মধ্যে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল-কে ১৩ মে হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বি: দ্র: অনলাইনে প্রকাশিত বার্তায় কোন সংশোধনী থাকলে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৭১১৮৪৪৯, www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।